দৈনিক সংবাদ

তারিখ 04 DEC 1988

৫ কলাম ২

গৃহ শিক্ষক নির্ভরতা কমাতে হলে

মোঃ নজরুল ইসলাম মজুমদার

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমানে মাত্রাতিরিক্তভাবে গৃহশিক্ষক নির্ভর হয়ে পড়েছে। অন্য কথায় গৃহশিক্ষকতা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অভিভাবক হিসেবে আপনি প্রথমেই বিপাকে পড়বেন আপনার শিশু সন্তানের শিক্ষা নিয়ে। রাজধানীসহ শহরাঞ্চলে সরকারী প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা একদিকে অপ্রতুল অন্যদিকে এগুলোর মান সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা খুব একটা ভাল নয়। তাছাড়া সরকারী প্রাথমিক স্কুলে প্রাক-প্রাথমিক বা শিশু শ্রেণীর পাঠ ব্যবস্থা নেই। আপনি নানা বাহারী নামের কিণ্ডার গার্টেন স্কুল বা তথাকথিত শিশু কাননের একটিতে আপনার সন্তানকে ভর্তি করতে আকৃষ্ট বা বাধ্য হবেন। কিছু দিনের মধ্যেই আপনার মোহমুক্তি ঘটবে। সন্তানকে বই-খাতার চাপে পিষ্ট হতে দেখে (প্রশিক্ষণহীন শিক্ষক, অবৈজ্ঞানিক ও শিশু মনস্তত্ত্ব পরিপন্থী পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী এবং ক্ষেত্রবিশেষে বিদেশী ভাবাদর্শ) এবং নিজে বেতন-ফি'র চাপে ন্যুব্জ হয়ে আপনি হন্যে হয়ে চেষ্টা করবেন আপনার সন্তানকে একটি সরকারী বা বেসরকারী 'ভাল' স্কুলে ভর্তি করতে। একটি 'ভাল' স্কুলে ভর্তি করতে চাইলে আপনাকে ঐ 'ভাল' স্কুলেরই একজন শিক্ষকের দ্বারস্থ হতে হবে যিনি আপনার সন্তানকে গৃহশিক্ষকতার মাধ্যমে এক ধরনের 'যোগ্যতাসম্পন্ন' করে গড়ে তুলবেন যাতে সে 'ভর্তি পরীক্ষা' নামক বিভীষিকা অতিক্রম করতে পারে। এভাবে ভর্তির ক্ষেত্রে ১০০% গ্যারান্টি না থাকলেও সাফল্যের হার আশাব্যঞ্জক। গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে এ ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না। কারণ সেখানে ভর্তি হতে পারাটা নয় ভর্তি হতে যাওয়াটাই সমস্যা। অবশ্য উপজেলা পর্যায়ে কিণ্ডার গার্টেন স্কুল প্রতিষ্ঠার ফলে ভর্তি সমস্যা এবং তার থেকে উদ্ভূত গৃহশিক্ষক নির্ভরতা সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নয়।

ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে (গৃহশিক্ষকতা বা অন্য উপায়ে অর্থাৎ তদবির, চাপ) একটি 'ভাল' স্কুলে ভর্তি হতে পারলে আপনি সন্তানের জন্য গর্ববোধ করবেন এবং নিজে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবেন। অন্যদিকে যাঁদের সন্তান ব্যর্থ হল তাঁদের বিড়ম্বনার শেষ নেই। ভর্তি পরীক্ষায় অকৃতকার্যতা শিশুমনে গভীর রেখাপাত করে। এসব শিশু হীনমন্যতায় ভোগে এবং অনেক সময় মানসিক সমস্যারও সৃষ্টি হয়। আবার 'ভাল' স্কুলে ভর্তি করলেই যে শ্রেণীকক্ষে ভালভাবে শিক্ষা পাবে এবং আপনার সন্তান সুশিক্ষিত হবে এবং মেধা ও যোগ্যতা অনুযায়ী ভাল ফল করবে তার নিশ্চয়তা নেই। ক্লাসে ভাল ফল করতে হলে মা-বাবাকে (যদি শিক্ষিত হন) নিয়মিত পড়াতে হবে, অংক কষে ও নোট করে দিতে হবে এবং সর্বোপরি গৃহশিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। গৃহশিক্ষক বাইরের হলে চলবে না---নিজ নিজ স্কুলের শিক্ষককে গৃহশিক্ষক নিয়োগ করলেই সহজে মোক্ষ লাভ হয়। 'ভাল' স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষায় যারা ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করছে তাদের অধিকাংশেরই (ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে) কৃতিত্বের পেছনে মেধার চেয়ে নিজ নিজ স্কুলের গৃহশিক্ষকের অবদানই বেশী। আপনার সন্তান বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে আপনি সন্তানের মেধা ও শ্রেণীকক্ষের পাঠদানের ওপর ভরসা করতে পারবেন না। 'ভাল' স্কুলে আগের মত গ্রুপ কোচিংয়েরও ব্যবস্থা নেই (গৃহশিক্ষকতায় অস্বাভাবিক ব্যস্ততা এবং অধিক উপার্জনের সুযোগ থাকায় বাড়তি ঝামেলার দরকার কি ?) কাজেই গৃহশিক্ষকই শেষ ভরসা।

আপনি বিত্তবান ও মর্যাদাসচেতন হলে (অনেক ক্ষেত্রে মধ্যবিত্তও) এবং আপনি যদি সুন্দর ও মনোরম পরিবেশে, কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে এবং আর্থ-সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাত থেকে দূরে সরিয়ে রেখে বিচ্ছিন্ন দ্বীপে আপনার সন্তানকে 'মানুষ' করতে চান তাহলে তাকে ক্যাডেট কলেজে ভর্তি করতে আপনি আগ্রহী ও উদ্যোগী হবেন। এ ক্ষেত্রেও আপনি সন্তানের মেধার ওপর আস্থা স্থাপন করে নিশ্চিত থাকতে পারবেন না। আপনাকে প্রি-ক্যাডেট কোচিং সেন্টার, গুরুগৃহ প্রভৃতি প্রাতিষ্ঠানিক গৃহশিক্ষকতার দ্বারস্থ হতে হবে। গৃহশিক্ষক নির্ভরতা চরমরূপ পরিগ্রহ করে (যদিও চুড়ান্ত নয়) যখন আপনার সন্তান নবম বা দশম শ্রেণীতে ওঠে। সন্তানের চাহিদা ও দাবী মোতাবেক (এমন কি প্রতিটি বিষয়ে) আপনি গৃহশিক্ষকের ব্যবস্থা করতে বাধ্য হবেন। অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য প্রদর্শন প্রভাবই (demonstration effect) কাজ করে। এসময় ছাত্রছাত্রীগণ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের প্রস্তুতি নিতে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে স্কুলগৃহে বা গুরুগৃহে শিক্ষা গ্রহণ শুরু করে। কে কতজন গৃহশিক্ষকের কাছে পড়ছে এ নিয়ে একশ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে। অনেক অভিভাবক গর্বভরে বলে বেড়ান সন্তানের জন্য কতজন গৃহশিক্ষক নিয়োগ করেছেন। এটা অনেকটা তাদের status symbol বা আভিজাত্যের পরিচায়ক। ক্যাডেট কলেজের ছাত্র-ছাত্রীগণও গৃহশিক্ষকের শরণাপন্ন হয়--অবশ্য ছুটিসারে এবং ছুটিকালীন অবসরে। রমজানের বা গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে অভিভাবকগণ তাঁদের ক্যাডেট কলেজে পড়ুয়া সন্তানের জন্য রাজধানীর বা বড় শহরের নামী ও দামী শিক্ষকদের গৃহশিক্ষকতার জন্য অগ্রিম 'বুক' করে রাখেন। মাধ্যমিক পরীক্ষায় মেধা তালিকায় স্থান ও ষ্টার মার্ক নিয়ে প্রথম বিভাগে পাস করলেও আজকাল অভিভাবক ও ছাত্রী-ছাত্রীদের উদ্বেগ-উৎকন্ঠা সাময়িক প্রশমিত হলেও তার অবসান হয় না। যারা মেধা তালিকায় স্থান করে নিয়েছে এবং ষ্টার মার্ক পেয়েছে তাদের ভাল কলেজে ভর্তি হতে সমস্যা না হলেও (ইদানীং এখানেও ভেজাল দেখা দিয়েছে) অভিভাবকগণ সন্তানের 'অর্জিত' সাফল্য ধরে রাখা এবং অধিকতর সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে দ্বিগুণ উৎসাহে পাঠ গ্রহণের জন্য গৃহশিক্ষক নিয়োগ করেন। অনেক ছাত্র-ছাত্রী ক্লাস শুরুর আগেই গৃহশিক্ষকের নিকট থেকে প্রথমবর্ষের নির্দিষ্ট পাঠ শেষ করে এগিয়ে থাকে। 'ভাল' কলেজে শ্রেণীকক্ষে উপস্থিত থেকে পাঠ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ছাত্রছাত্রীরা উপলব্ধি করে না এবং চার/পাঁচ জন গৃহশিক্ষকের নিকট পর্যায়ক্রমে পড়ার ফলে তাদের সময়ইবা কোথায় ? যারা সাদামাটা প্রথম বিভাগে পাস করেছে তাদের 'ভাল' কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য ভর্তি গাইড অনুশীলন এবং গৃহশিক্ষকের শরণাপন্ন হতে হয়। বুয়েট ও মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হতে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীরা উদ্বেগ ও উৎকন্ঠার মধ্যে নানা নামের কোচিংয়ের শরণাপন্ন হয়। অনেক ছাত্রছাত্রী প্রাকটিক্যাল পরীক্ষায় ২৫ নম্বরের মধ্যে ২৫ পাওয়া নিশ্চিত করার 'মহান' লক্ষ্য নিয়ে নিজ নিজ স্কুল-কলেজের গৃহশিক্ষকতায় নিয়োজিত শিক্ষক-অধ্যাপকদের শরণাপন্ন হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীগণ শিক্ষকদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ ও প্ররোচিত হওয়ার অভিযোগ উত্থাপিত হচ্ছে।

গৃহশিক্ষক নির্ভরতার ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ও মানবিক বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরাও পিছিয়ে নেই। বাংলা, ইংরেজী থেকে শুরু করে হেন বিষয় নেই যে ছাত্র-ছাত্রীরা আজকাল প্রাইভেট পড়ে না। সকল গৃহশিক্ষক ১৫-২০টি প্রশ্ন সম্বলিত Suggestions তৈরী করে নোট করে দেন। এমনকি পরীক্ষার আগে ৩ ঘন্টাব্যাপী পরীক্ষার রিহার্সেল করিয়ে নেন (এক্ষেত্রে অবশ্য একটি ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে যে 'ভাল' স্কুল/কলেজের শিক্ষকগণ যাঁরা গৃহশিক্ষকতায় নিয়োজিত আছেন তারা প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও উত্তরপত্র মূল্যায়ন করে ফলাফল প্রভাবিত করে থাকেন)। কলেজে অনার্স/মাস্টার্স কোর্স চালু হওয়ার পর (বর্তমানে ৪৩টি কলেজে এ কোর্স চালু আছে) এ পর্যায়েরও বিপুলসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী এখন গৃহশিক্ষক নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে যা আগে কল্পনাও করা যেত না। স্নাতক (পাস) কোর্সের ছাত্র-ছাত্রীদের উল্লেখযোগ্য অংশও গৃহশিক্ষকের দ্বারস্থ হন। আমার জানামতে (ভুলও হতে পারে) বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং অধ্যাপক/অধ্যাপিকা আজও গৃহশিক্ষকতার সংক্রামক ব্যাধি থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে সক্ষম হয়েছেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে নানা সংকট সমস্যা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয় এ একটি ক্ষেত্রে আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল।

আমরা এতক্ষণ চাহিদার দিক থেকে গৃহশিক্ষকতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। এখন বিষয়টি যোগানের দিক থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করা যাক। অনেক ছাত্র-ছাত্রী গৃহশিক্ষকতা করে পড়ার খরচ চালায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অভিভাবকদের কিছুটা আর্থিক সহায়তাদানের চেষ্টা করে। কিছুসংখ্যক সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী কর্মকর্তা পারিবারিক প্রয়োজনে এবং আর্থিক সচ্ছলতা লাভের জন্যে গৃহশিক্ষকতা করে থাকেন এবং আশাতীত সাফল্য লাভেও সক্ষম হয়েছেন। বলাবাহুল্য স্কুল/কলেজে কর্মরত বিপুলসংখ্যক শিক্ষক গৃহশিক্ষকতায় নিয়োজিত। অবসরপ্রাপ্ত অনেক শিক্ষক/অধ্যাপকও গৃহশিক্ষকতা করে থাকেন। তাছাড়া গৃহশিক্ষকতার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ হিসেবে সগৌরবে বিরাজ করছে কোচিং সেন্টার। এধরনের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

গৃহশিক্ষকতা নিয়ে আজকাল নানা কথা বলা হচ্ছে। আমাদের একজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী গৃহশিক্ষকতাকে 'শিক্ষা ফেরি করে বেড়ানো' বলে ব্যঙ্গ করেছেন। বাংলাদেশ টেলিভিশনের একজন প্রখ্যাত প্রযোজক গৃহশিক্ষকতাকে উপজীব্য করে 'সাইড বিজিনেস' নামে একটি নাটকও প্রচার করেছেন। আমার এক বন্ধু গৃহশিক্ষকতাকে কুটির শিল্প/ক্ষুদ্র শিল্প হিসেবে আখ্যায়িত করতে আগ্রহী এবং তাঁর ধারণা বিকাশের ধারা অনুযায়ী এই ক্ষুদ্র শিল্পের অচিরেই বৃহৎ শিল্পে, নিদেনপক্ষে মাঝারি শিল্পে রূপান্তর ঘটবে। এবং ইতিমধ্যে এ প্রবণতা সুস্পষ্ট। অনেক গৃহশিক্ষক আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু করেছেন। ক্যাসেট চালু হয়েছে সেতো পুরোনো কথা, ভিডিও ক্যাসেট চালু হওয়ার পথে। যত নিন্দাবাদই করা হোক না কেন শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে এ শিল্পের বিকাশ ঘটছে এবং অপ্রতিরোধ্য গতিতে

নয় তারা প্রাইভেট পড়ত এবং ব্যাপারটা কখনও গৌরবের ছিল না। এখন 'মেধাবী'রাই বেশী করে এবং বেশী সংখ্যক প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়ছে। এতে লজ্জার বা অগৌরবের কিছু আছে বলে মনে করে না। অন্যান্য পণ্যের ন্যায় শিক্ষাকেও অর্থ ও বিত্ত দিয়ে করায়ত্ত যে করা যায় তা ভালভাবেই প্রমাণ করছে। আগে হাতেগোনা কয়েকজন গৃহশিক্ষকতা করত ; এখন গৃহশিক্ষকতা করে না এমন শিক্ষক খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। একজন সফল শিক্ষক শিক্ষকতার আদর্শ ও মূল্যবোধ সমুন্নত রাখতে প্রাইভেট পড়ানো থেকে বিরত এটা কেউ বিশ্বাস করবে না বরং এই বলে নিন্দা করবে 'বেটা পড়াতে পারে না, ছাত্র পায় না--তাই আদর্শের বুলি কপচায়।' কাজেই 'ভাল' শিক্ষকের সংজ্ঞা ও ধারণার বর্তমানে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। যিনি নীতিনিষ্ঠ, স্বাধীনচেতা, শ্রেণীকক্ষে ভাল পড়ান, গবেষণা ও প্রকাশনায় ব্যস্ত এবং ছাত্র-ছাত্রীদের সহ-পাঠক্রমে উৎসাহী ও উদ্যোগী তিনি ভাল ও সার্থক শিক্ষক হিসেবে মূল্যায়িত ও পুরস্কৃত হন না। বরং অনেক ক্ষেত্রে উক্ত সদগুণাবলীর 'মূল্য' হিসেবে বদলিসহ নানা হয়রানি ও বৈষম্যের শিকার হন। তিনিই ভাল ও সফল শিক্ষক যিনি প্রথমতঃ 'ভাল' স্কুল/কলেজে কর্মরত (যে স্কুল বা কলেজে বেশীসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর মেধা তালিকায় স্থান থাকে) এবং দ্বিতীয়তঃ যার নিকট বেশীসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী প্রাইভেট পড়েন। গৃহশিক্ষকতার বদৌলতে অনেক ক্ষেত্রে নিজের অবস্থান ঠিক রাখা, ভাল পোষ্টিং পাওয়া, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে টেলিফোন ও ভাল বাসা পাওয়া সম্ভব হচ্ছে।

স্কুল বা কলেজ পর্যায়ে যারা গৃহশিক্ষকতা করেন তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে তাঁরাতো কোন অন্যায় কাজ করছেন না। ঘুষ, দুর্নীতির আশ্রয় না নিয়ে তাঁরা সৎপথে থেকে কঠোর পরিশ্রম করে কিছু বাড়তি উপার্জন করছেন মাত্র। ডাক্তারেরা যদি প্রাইভেট প্রাকটিস করতে পারেন--মূল্যবোধের প্রশ্ন ওঠে না--তবে আমাদের বেলায় আপত্তি কেন। এর বিরুদ্ধেও বক্তব্য আসছে। প্রাইভেট প্রাকটিসের জন্য হাসপাতালে জনসাধারণ যেমন ন্যায্য সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন তেমনি গৃহ শিক্ষকতার জন্য সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী স্কুলে/কলেজে ফলপ্রসূ পাঠ গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। চেম্বার এবং ক্লিনিকের যেমন তেমনি গৃহশিক্ষকতা ও কোচিং সেন্টারের রমরমা ব্যবসা। এ দৃষ্টিকোণ থেকে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা উভয় ক্ষেত্রে 'অগ্রগতি'র তুলনা হয় না। সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে মেধাবীদের ছবি পাওয়া

জাতির জন্য বিপর্যয় ডেকে আনবে। তাছাড়া এ সত্য অস্বীকার করার উপায় নেই নিজ নিজ স্কুল/কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাইভেট পড়ালে শিক্ষক হিসেবে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা যায় না।

গৃহশিক্ষকতা ও গৃহশিক্ষক নির্ভরতা থেকে পরিত্রাণের উপায়, কি ? এ প্রশ্নে নানা মুনির নানা মত শোনা যায়। কেউ কেউ প্রস্তাব করছেন আইন করে গৃহশিক্ষকতা বন্ধ করা হোক। আবার কেউ কেউ মনে করছেন যারা সরকারী স্কুল/কলেজে চাকরি করছেন তাদের ঢালাওভাবে বদলি করলে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আমি উক্ত দুটো প্রস্তাবের একটির সাথেও একমত নই। এর ফলে সমাধান হবে না এবং সমস্যা গভীরতর হয়ে সংকট ও জটিলতা সৃষ্টি করবে। আইন করে গৃহশিক্ষকতা বন্ধ করলে অর্থনীতির সূত্র অনুযায়ী গৃহশিক্ষকতার কালোবাজার সৃষ্টি হবে। বদলি করা হলে বদলিকৃত নতুন শিক্ষকের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং পুরাতন শিক্ষকের স্থান বদল হবে মাত্র। আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় গৃহশিক্ষকতা বন্ধ করা যাবে না--নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। শ্রেণীকক্ষে পরিকল্পিতভাবে এবং ফলপ্রসূ পাঠদানের ব্যবস্থা এবং পাঠের অগ্রগতি বিষয়ে যথাযথ তদারকি নিশ্চিত করতে পারলে গৃহশিক্ষক নির্ভরতা অনেক কমে যাবে বলে আমার বিশ্বাস। ফলপ্রসূ পাঠদানের জন্য সুষ্ঠু ছাত্র শিক্ষক অনুপাত রক্ষা করে উপযুক্ত সংখ্যক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও মেধাবী শিক্ষকের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষকতা পেশাকে অধিকতর মর্যাদা সম্পন্ন ও আকর্ষণীয় করতে হবে যাতে এ পেশায় মেধাবীদের আকৃষ্ট ও ধরে রাখা যায়। স্কুল/কলেজ কর্তৃপক্ষ টিউটোরিয়েল ক্লাস বা গ্রুপ কোচিং-এর ব্যবস্থা করতে পারলে এবং এ প্রক্রিয়ায় অভিজ্ঞ ও যোগ্য শিক্ষকদের সম্পৃক্ত করতে পারলে গৃহশিক্ষক নির্ভরতা কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হবে বলে আশা করা যায়। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক বা বোর্ড অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উন্নতমানের নোট বই বা সহায়ক পুস্তক প্রকাশ করাও ফলপ্রসূ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। গৃহশিক্ষক নির্ভরতা কমানোর লক্ষ্যে আরও যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন তা হচ্ছে পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী সংস্কার, প্রশ্নপত্র প্রণয়নের ধরন-ধারণের পরিবর্তন এবং উত্তরপত্র মূল্যায়নের বর্তমান পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন ইত্যাদি। মোট কথা গৃহশিক্ষক নির্ভরতা হ্রাস করতে হলে শ্রেণীকক্ষে ফলপ্রসূ পাঠদানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।